সংবাদ

তারিখ ০৯ FEB 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

শিক্ষা সপ্তাহের তৃতীয় দিন

দিনাজপুরে ৭৫ সর. প্রা. বিদ্যালয় বন্ধ রেখে শিক্ষকদের বনভোজন!

জেলা বার্তা পরিবেশক, দিনাজপুর

শিক্ষা সপ্তাহের তৃতীয় দিনে দিনাজপুরের পার্বতীপুরে ৭৫টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ রেখে শিক্ষকেরা বনভোজন করেছে। এদিকে শিক্ষকদের এ রকম খামখেয়ালি কর্মকাণ্ডে এসব বিদ্যালয়ের প্রায় ৮-৯ হাজার শিশু শিক্ষার্থী নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হয়ে বিদ্যালয় বন্ধ দেখে বাড়িতে ফিরে গেছে। জানা গেছে, গত শনিবার সকালে পার্বতীপুর উপজেলার মোমিনপুর ইউনিয়ন ক্লাস্টার ও পলাশবাড়ী ইউনিয়ন ক্লাস্টারের অন্তর্ভুক্ত ৭৫টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ রেখে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা পার্শ্ববর্তী নবাবগঞ্জ উপজেলার স্বপ্নপুরী ও রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলার ভিন্নজগত পিকপিক স্পটে চলে যান। ৪ ফেব্রুয়ারি থেকে সারাদেশে পালিত হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ। ঠিক এই মুহূর্তে শিক্ষা সপ্তাহ পালনের কোন উদ্যোগ গ্রহণ না করে খোদ প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রীর নির্বাচনী এলাকা পার্বতীপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ রেখে মানুষ গড়ার কারিগরদের এমন কর্মকাণ্ডে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন শিক্ষার্থীদের অভিভাবকেরা।

আরও জানা গেছে, পার্বতীপুর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের আওতাধীন মোমিনপুর ও পলাশবাড়ী ইউনিয়ন ক্লাস্টারের ৭৫টি বিদ্যালয়ের প্রায় ২৫০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে ৮টি বাসে করে পিকনিকে যান। এরমধ্যে মোমিনপুর ক্লাস্টারের অন্তর্ভুক্ত ৩৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ভিন্নজগতে এবং পলাশবাড়ী ক্লাস্টারের অন্তর্ভুক্ত ৩৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা গেছেন স্বপ্নপুরীতে। মোমিনপুর এবং পলাশবাড়ী ক্লাস্টারের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপজেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (এটিও) যথাক্রমে কামরুজ্জামান ও আজিজুল হক পিকনিকে আমন্ত্রিত হয়ে সঙ্গী হয়েছেন শিক্ষকদের। এ ব্যাপারে পার্বতীপুর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির নেতা, দোবলগাছী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোকাররম হোসেন, মনমথপুর চৈতাপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মতিয়ার রহমান, রাজাবাসর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সমরেশসহ ৫ প্রভাবশালী শিক্ষক নেতার উদ্যোগে এ পিকনিকের আয়োজন করা হয়। পিকনিকের জন্য জন প্রতি চাঁদা ধরা হয় ৫শ' টাকা। শিক্ষক নেতারা সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রতিটি শিক্ষক-শিক্ষিকাকে চাপ দিয়ে এ টাকা আদায় করে বলে সূত্র জানায়। এ বিষয়ে পার্বতীপুর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (টিইও) আকতারুল ইসলাম ও মোমিনপুর ক্লাস্টারের দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা কর্তকর্তা (এটিইও) কামরুজ্জামান মোবাইলফোনে জানান, দিনাজপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার অনুমতি নিয়ে সংরক্ষিত ছুটি থেকে একদিন স্কুল বন্ধ দিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকারা শিক্ষা সফরে গেছেন। এতে তাদেরকে অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ করায় তারা যোগদান করেন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন শিক্ষার্থীর অভিভাবক অভিযোগ করেন, শিক্ষা সফর বা বনভোজন যাই করুক সাপ্তাহিক ছুটির দিন করলে তো ছাত্রছাত্রীদের পড়া লেখার ক্ষতির কোন প্রশ্ন উঠতো না। এ ব্যাপারে দিনাজপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (ডিপিও) সমেস চন্দ্র মজুমদার জানান, বছরে সংরক্ষিত ছুটি ৩ দিন থাকে। স্থানীয় সমাজিকতার প্রয়োজনে তা তারা ভোগ করতে পারেন। তবে একযোগে এত গুলো স্কুল একই দিন বন্ধ রাখা ঠিক হয়নি। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

শিক্ষকরা বনভোজনে যাওয়ায় তালাবদ্ধ দিনাজপুরের পার্বতীপুরের ফুলকুড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় –সংবাদ